SDI

এসডিআই নিউজলেটার

সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্

ষষ্ঠ সংখ্যা

জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭

ড. কাজী মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ পিকেএসএফ-এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ পিকেএসএফ - এর ব্যবস্থপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তাঁর এই দায়িত্ব গ্রহণে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্থনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অধিকারী ডঃ কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। পিকেএসএফ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি ইআরডি-এর প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব। এসডিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা ডঃ কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদকে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক শেরে বাংলা স্মৃতি পদকে ভূষিত

প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখায় শেরে বাংলা স্মৃতি পদক-২০০৭ পেলেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক। গত ২৬ অক্টোবর, ২০০৭ অবিভক্ত বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ১৩৪তম জন্ম বার্ষিকীতে শেরে বাংলা স্মৃতি একাডেমীর পক্ষ থেকে এ পদক প্রদান করা হয়। জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মোট ১০ জনকে শেরে বাংলা স্মৃতি পদক সম্মাননা স্মারক ও সম্মানপত্র, ২০০৭ প্রদান করা হয়।

মৎস্য নিধন নিষিদ্ধ আইন: প্রভাব ও বিকল্প জীবিকা শীর্ষক সেমিনার

জাটকা মৌসুমে জেলেদের বিকল্প কর্ম-সংস্থানে গুরুত্ব আরোপ

গত ১ এপ্রিল ২০০৮, এসডিআই'র উদ্যোগে 'ফিশিং ব্যান: ইমপ্যাক্ট এন্ড অল্টারনেটিভ লাইভলিহুড' শীর্ষক সেমিনার আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ভবনের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর মহা-ব্যবস্থাপক ড. এম.এ. হাকিম এবং অক্সফাম-জিবি-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফরিদ হাসান আহমেদ।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষণা সংস্থা কোডেক-এর মামুন অর রশীদ। এ প্রবন্ধের উপর বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা অনুষদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুস সালাম। উদ্বোধনী সেশন ও ওয়ার্কিং সেশন - দু'পর্বে বিভক্ত এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক। ওয়ার্কিং সেশন-এ মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন কোস্ট ট্রাস্ট-এর নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম চৌধুরী। সেমিনারে সরকারী কর্মকর্তা, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, এনজিও কর্মকর্তা,জেলেসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি কল্পে ইলিশ মাছের টেকসই উন্নয়নে দরিদ্র জেলেদের জীবন মান উন্নয়ন ও জাটকা মৌসুমে বিকল্প কর্ম-সংস্থান জরুরী। মূল প্রবন্ধে বলা হয় মাছ শিকার ১.২ মিলিয়ন লোকের একমাত্র পেশা এবং ১১ মিলিয়ন লোকের খন্ডকালীন পেশা। প্রায় ৭.৩ মিলিয়ন উপকূলীয় মৎস্যজীবির ২০% বা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পরিবারের প্রধান পেশা মাছ শিকার। আনুমানিক ২,৩৩,০০০ জন জেলে জাটকা ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। জাটকা নিধন নিষেধাজ্ঞায় এদের আয় অর্ধেক নেমে এসেছে। প্রবন্ধে জেলেদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন দাদন ও মহাজনী ঋণ প্রবাহের দুষ্ট চক্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলদস্যুতার যাঁতাকলে পিষ্ট অসহায় জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়।

প্রধান অতিথি রফিকুল ইসলাম বলেন, মাছের পূন: উৎপাদন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন আইন করা হয়েছে। এসব আইনের প্রয়োগে ক্ষতিগ্রস্ত

৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্পাদকীয়

বড় হচ্ছে এসডিআই। সম্প্রসারিত হচ্ছে এসডিআই'র কার্যক্রম। বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। পরিকল্পনা মাফিক সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে এসডিআই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে চলেছে। ২০০৬-২০১০ মেয়াদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে এসডিআই ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে নোয়াখালী ও কক্সবাজার উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, রামু এবং চকোরিয়া উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করছে। এই দু'জেলা নিয়ে এসডিআই'র ঋণ কার্যক্রম ৫ থেকে ৭ জেলায় উন্নীত হল। শুধু এলাকা সম্প্রসারণ নয়, ঋণের প্রোডাক্টের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। বাড়ছে ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণদানের পরিমাণ। ফলে ঋণ বিতরণ ও স্থিতির পরিমাণ উভয়ই ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

ঋণ কর্মসূচী সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন প্রকল্পও হাতে নেয়া হয়েছে। এ বছর Rehabilitation of Non-Motorized Transport Pullers and Poor Owners (RNPPO) শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য সরকার কর্তৃক আজিমপুর থেকে গাবতলী পর্যন্ত মিরপুর রোডে অযান্ত্রিক যান চলাচল নিষিদ্ধ করায় যেসব অযান্ত্রিক যান চালক ও মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পুনর্বাসিত করা। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন তার পার্টনার এনজিও দ্বারা এই পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসডিআই শ্যামলী, আদাবর ও মনসুরাবাদ আবাসিক এলাকায় বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত ৩০৯৯ জন অযান্ত্রিক যান চালক ও মালিককে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিকল্প পেশায় কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করবে।

আইআরডিপি-র কার্যক্রমের ইমপ্যাক্ট স্টাডি সম্পন্ন

আগামী জুন ২০০৮ আইআরডিপি বাস্তবায়নকালের ১২ বছর পূর্ণ হবে। এক যুগ পুর্তিকে সামনে রেখে এ প্রকল্প উপকারভোগীদের জীবনে কি প্রভাব ফেলছে তা যাচাই করার জন্য একটি ইমপ্যাক্ট স্টাডি করা হয়। সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছেন প্রখ্যাত গবেষক রেজা শামসুর রহমান। তাকে সহযোগিতা করেছেন এসডিআই-এর সন্দ্বীপ এলাকার ১৩ কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ।

১৯৯৬ সালের জুলাই মাস থেকে সাগরঘেরা সন্দীপ উপজেলায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। কর্ড এইড-নেদারল্যান্ড এর আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্প ৩টি ইউনিয়ন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৬টি ইউনিয়ন যথাক্রমে- মুসাপুর, কালাপানিয়া, রহমতপুর, সন্তোষপুর, আজিমপুর ও হরিষপুরে প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে।

জেলেদের পেশাগত ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ গবেষণা সম্পন্ন

এসডিআই অক্সফাম-জিবি এর সিবিডিআরএম প্রকল্পের আওতায় সন্দ্বীপে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বলাবাহুল্য সন্দ্বীপ হল দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা। দ্বীপবাসীর সকলেই ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করলেও সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি নিয়ে জীবন-যাপন-করে জেলে সম্প্রদায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জুরাজীর্ণ নৌকা নিয়ে উত্তাল সাগরে বা মেঘনার মোহনায় মাছ ধরতে যায়। এসব নৌকার নেই ফিটনেস সার্টিফিকেট। নৌকায় থাকেনা পর্যাপ্ত জীবন রক্ষাকারী উপকরণ যেমন লাইফ বয়া, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এমনই নাজুক যে এসব উপকরণ সরবরাহে নৌকার মালিকদের সাথে দেন-দরবার করার সামর্থ্যও রাখে না বা আদায় করতে সমর্থ হয় না। তাদের নিজেদের যেমন রেডিও নেই, তেমনি নৌকায়ও কোন রেডিও দেয়া হয় না। ফলে তারা মাছধরার উদ্দেশ্য নৌকা ছাড়ার সময় যেমন আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারে না তেমনি সাগরে মাছ ধরা সময়কালেও আবহাওয়ার খবর জানতে পারে না। এসকল কারণে প্রতি বছরই ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে মাছ ধরা নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটে থাকে। জীবন হানি ঘাটে অসহায় জেলেদের।

সরকার মৎস্য সম্পদ রক্ষার জন্য মৎস্য প্রজননকালীন সময়কালে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে। নিষিদ্ধ হয়েছে জাটকা ধরা। তাছাড়া জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য জলজ প্রাণী ধরা নিষিদ্ধ করেছে। এগুলো শুভ পদক্ষেপ, যাতে দেশের সচেতন মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। কিন্তু এসব পদক্ষেপে জেলেদের জীবন জীবিকায় বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। উপকূলীয় জেলেদের জীবিকার ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে ,ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে যা তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। এ পটভূমিতে জেলেদের জীবন-জীবিকার ঝুঁকি খতিয়ে দেখতে সুপারিশ তৈরি করতে অক্সফাম ও এসডিআই'র যৌথ উদ্যেগে সন্দ্বীপ ও মেঘনার মোহনা এবং খুলনা ও বরিশালের উপকূলীয় জেলেদের ওপর সমীক্ষা পরিচালনা করে। কোডেক-এর পরিচালক বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ড. খুরশিদ আলম-এর নেতৃত্বে সমীক্ষার কাজটি পরিচালিত হয়।

নোয়াখালী ও কক্সবাজার জেলায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ

এসডিআই নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, উখিয়া, রামু এবং চকোরিয়া উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। মোট ১১টি শাখার মাধ্যমে এসব উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই দুই জেলা নিয়ে এসডিআই-এর ঋণ কার্যক্রম ৫ থেকে ৭ জেলায় উন্নীত হল। প্রসঙ্গত পল্লীঋণ কর্মসূচী সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ঋণ সহায়তায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সৌহার্দ্য প্রকল্পের নতুন চুক্তি সই

গত ১৭ জানুয়ারি, ২০০৬ সন্দ্বীপ সৌহার্দ্য কর্মসূচির পাইলট প্রকল্পের শুভ সূচনা করা হয়। ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে কেয়ার-বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে এসডিআই পাইলট প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে। পাইলট প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল একটি সামাজিক ব্যবস্থপনাভিত্তিক টেকসই কর্মসূচি দাঁড় করানো, যে কর্মসূচি হতদরিদ্র সদস্যদের জীবন-জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং গর্ভবর্তী ও প্রসুতি মহিলা, দুই বছরের নিচের শিশু, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবন যাত্রার মান ক্রমান্বয়ে উন্নত করতে সাহায্য করবে। এ লক্ষ্যে কিছু কর্মকান্ডও হাতে নেয়া হয়। এগুলো হল প্রধানত ১. ১৫০টি হতদরিদ্র পরিবারকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ ও ১০০০ কর্মদিবস পর্যন্ত কর্মসংস্থান। ২. ৫টি প্রাথমিক শৈশবকালীন প্রস্তুতি কেন্দ্র স্থাপন ও ৩. মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। পাইলট প্রকল্প শেষে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প দাঁড় করানো হয় এবং জুলাই ২০০৬ থেকে মূল প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০০৭ পর্যন্ত এক বছরে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় তা হলো–

১. বিভিন্ন ধরনের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ জ্ঞান দিয়ে উপার্জন করতে ইনপুট সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
২. ১৯৬০ জন গর্ভবতী ও প্রসুতি মাতাকে মাসিক জনপ্রতি ১২ কেজি গম, আধকেজি ডাল ও দেড়কেজি সয়াবিন তেল বিতরণ করা হয়।
৩. দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সরবরাহ করা হয়।
৪. অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ করা হয় যা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।
৫. বিভিন্ন সচেতনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

সন্দ্বীপের ১৩টি ইউনিয়নেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

গত এক বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্পটি আরো উন্নত করা হয়েছে। এই সমৃদ্ধ প্রকল্প দু পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে নতুনভাবে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

সামাজিক অপরাধ নির্মূলে সামাজিক আন্দোলন

পুলিশ ও এনজিও'র যৌথ সমাবেশ

গত ৩ মার্চ ২০০৮ তারিখে মানিকগঞ্জ পৌরসভা বিজয় মেলা মাঠ প্রাঙ্গণে পুলিশ ও এনজিও'র যৌথ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক অপরাধ নির্মূলে সামাজিক আন্দোলন শীর্ষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আমির উদ্দিন পি.পি. এম, ডি আই জি, বাংলাদেশ পুলিশ ঢাকা রেঞ্জ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্ব জনাব আতিয়ার রহমান, জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ; ইমতিয়াজ আহমেদ, পুলিশ সুপার মানিকগঞ্জ । সমাবেশে মানিকগঞ্জ জেলায় কর্মরত জাতীয় পর্যায়ের এনজিও এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক সহ বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও'র প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ মাদক ব্যবসা, চুরি-ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধ নির্মূলে পুলিশ ও সকল জনসাধারণকে একত্রে কাজ করার আহবান জানানো হয়। সচেতন জনগণ এ ধরনের উদ্যোগকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে বিচার করছেন। তারা মনে করেন শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে অপরাধ নির্মূল সম্ভব নয়। সমাজের শেকড়ে অপরাধ বাসা বেঁধে আছে, তা নির্মূলে সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে গড়া সামাজিক আন্দোলন নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে।

নারী দিবস পালিত

গত ৮ মার্চ ২০০৮ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর অর্থায়নে এসডিআই পরিচালিত 'গ্রাম সালিশ কমিটিতে মূখ্য ভূমিকায় নারীর অংশগ্রহণ' প্রকল্পের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে এক আলোচনা সভা ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। বানিয়াজুরী উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রধান অতিথি হিসেবে ঘিওর উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর প্রতিনিধি মোঃ আবুল খায়ের, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মোঃ আতাব আলী, প্রধান শিক্ষক বানিয়াজুরী উচ্চ বিদ্যালয়, উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিসেস লুৎফুন্নাহার, প্রধান শিক্ষিকা বানিয়াজুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়; আহমেদ ইব্রাহিম যিশু, সদস্য ম্যানেজিং কমিটি, বানিয়াজুরি উচ্চ বিদ্যালয়; হারুনর রশীদ, যুগ্ম সম্পাদক উপজেলা শিক্ষক সমিতি। সভা পরিচালনা করেন এসডি আই-এর সেন্ট্রাল প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোঃ হারুনুর রশীদ।

সভাশেষে একটি র‍্যালি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল - নারী ও কন্যা শিশু উন্নয়নে বিনিয়োগ।

শেরে বাংলা স্মৃতি পদক প্রাপ্তিতে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান

গ্রামবাসী

সামছুল হক সাহেবের পদক প্রাপ্তির আনন্দে আনন্দিত ধামরাইয়ের শ্রীরামপুর-সূতিপাড়া গ্রামবাসী গত ৩ নভেম্বর, ২০০৭ শ্রীরামপুর বাজার খেলার মাঠে এক গণসংবর্ধনা প্রদান করে। সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সুতিপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আলতাফ হোসাইন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড কাউন্সিলের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ গাজী দোলোয়ার হোসেন, শেরে বাংলা একাডেমীর সাহিত্য সাংস্কৃতি সম্পাদক আলহাজ্জ এন.এ. সিদ্দিকী, ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল, রয়েল ক্লিনিকের নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমদাদুল হক, সুতিপাড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আফাজউদ্দিন, ভালুম আতাউর রহমান স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক সাখাওয়াত হোসেন মাস্টার, বাবু দীনেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, মোঃ দোলোয়ার হোসেন, আবদুর বাছেত প্রমুখ।

সাখাওয়াত হোসেন মাস্টার তার প্রাক্তন ছাত্রের প্রশংসা করে বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সবাইকে প্রকৃত পড়াশুনা করতে হবে।

অধ্যক্ষ গাজী দেলোয়ার হোসেন বলেন, যে মানুষ মাটি ও মানুষকে ভালবাসেন সে একদিন সুনাম অর্জন করবেন। তিনি সামছুল হককে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই গ্রামটিতে একটি গোলাপ গাছ জন্মেছে, একে প্রস্ফুটিত হতে সহায়তা করুন।

অধ্যক্ষ আলতাফ হোসেন বলেন, সবচেয়ে কঠিন হল পূর্নাঙ্গ মানুষ হওয়া। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, অধ্যাবসায় ও শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া যায়না। সামছুল হক সাহেব এ গুণে গুনান্বিত বলেই আজকে এত বড় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি সামছুল হককে Golden Son of our village বলে অভিহিত করেন।

আলহাজ্জ এন এ সিদ্দিকী বলেন, শেরে বাংলা স্মৃতি একাডেমী প্রকৃত গুণীজনকে সম্মাননা দিতে চেষ্টা করে থাকে। সামছুল হক সাহেবের প্রতি এলাকার মানুষের ভালবাসা ও উচ্ছাস দেখে বলতে পারি আমরা সঠিক মানুষটাকেই বেছে নিতে পেরেছি।

বাবু দীনেশ চন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, টাকা দিয়ে এ পদকের মূল্যায়ন করা যাবেনা। প্রার্থনা করি তাঁর গুণাগুণ ছড়িয়ে পড়ুক সারাদেশে, সারা বিশ্বে।

গণসংবর্ধনার জবাবে এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক আবেগ আপ্লুত ভাষায় বলেন, এ পদক আমার একার নয়। এ পদক আমার গ্রামের মানুষের, সংস্থার – সকলের। তিনি আরো বলেন , বাংলাদেশ এখনো দারিদ্র্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। অধিকার বঞ্চিত লাখো মানুষ এখনো খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে, অনাহারে-অর্ধহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এদের জন্য আমাদের সকলেরই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কল্যাণকর কিছু করার সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। মানুষের এ অর্থনৈতিক দুরাবস্থা থেকে মুক্ত করার এখনই সময়। জাতিগত ভাবে অগ্রগতির জন্য 'মানুষ মানুষের জন্য' এ নীতিকে এগিয়ে নিতে হবে।

সভার সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেন, হক সাহেব এখানেই থেমে থাকবেন না। অনেক দূর এগিয়ে যাবেন, তার মূল লক্ষ্য সফল হবে।

সাহাত্তন নেছা - সামাদ ফাউন্ডেশন

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক ও এসএস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব সামছুল হক শেরে বাংলা স্মৃতি পদক ২০০৭ ভূষিত হওয়ায় সাহাত্তন নেছা সামাদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে গত ২২.১২.০৭ ইং তারিখে বিকেল ৫ ঘটিকায় ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব আলতাফ হোসাইন, অধ্যক্ষ মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান সহ এলাকার মুরুব্বী, ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতি এবং মহিলা পুরুষ অনেকেই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এস এস ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো: আলাউদ্দিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব সামছুল হক তার বক্তব্যে বলেন, এই পুরস্কার আজ আমার একার নয়। আমার পরিবার, গ্রামবাসী – সকলের। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আজ আমি এই পুরস্কার পেয়েছি। এ পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার জন্য আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

এসডিআই উপদেষ্টা কমিটির গণসংবর্ধনায় সামছুল হক

এসসিডিভিএফ

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক শেরে বাংলা স্মৃতি পদক-২০০৭ এ ভূষিত হওয়ায় এসসিডিভিএফ-এর পক্ষ থেকে গত ২৩.১২.০৭ ইং তারিখে বিকেল ৫টায় দেপাশায় এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব আশরাফ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান এসসিডিএফ; জনাব জসিম উদ্দিন, সাবেক ফুড ইন্সপেক্টার; জনাব ফারহাদ হোসেনসহ আরো অনেকেই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব এম এ জলিল, অধ্যক্ষ, ভালুম এ আর খান স্কুল ও কলেজ।

ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল এন্ড কলেজ

গত ৩১ জানুয়ারী ২০০৮ বুধবার ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ থেকে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মোঃ সামছুল হক'কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা শেষে ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা ও বাউলগানসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজ মাঠে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এম.এ. জলিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক বিভাগের ডীন ড. মোঃ নাসির উদ্দিন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আলতাফ হোসাইন, সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ইলিয়াস খান, ধামরাই সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আমিনুর রশিদ, ধামরাই আফাজউদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ মোঃ ফারুক প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসডিআই এর প্রকল্প পরিচালক আনোয়ারুল আজিম, সিসিএম আব্দুল কাইউম আজাদ, কেন্দ্রীয় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ অহিদ উল্যা, সিপিসি হারুনুর রশীদ, সিএমও মোঃ কামরুজ্জামান, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কাজী মোঃ আব্দুর রহিম, কামাল হোসেন ও সারোয়ার মোর্শেদ প্রমুখ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সামছুল হক অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করার এখনই সময়। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। সংঘাত এবং ঘৃণা নয়, মানুষকে ভালবেসে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমেই শান্তি স্থাপন সম্ভব। তিনি আরো বলেন, আমাদের সবারই দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। দেশ ও জাতি গঠনে আমাদের সবারই উদ্যোগী হতে হবে।

সভাপতি তার বক্তব্যে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা যদি ভালভাবে পড়াশুনা কর, প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পার তোমরাও একদিন এরূপ সম্মান বয়ে আনতে পারবে।

১ম পৃষ্ঠার পর

মৎস্য নিধন নিষিদ্ধ আইন: প্রভাব ও বিকল্প জীবিকা শীর্ষক সেমিনার

জেলেদের বেঁচে থাকার বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার এক্ষেত্রে যে সহায়তা দিচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তিনি আরো বলেন, পুনঃউৎপাদন ক্ষমতা ঠিক রাখতে জেলে সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে। বেশী জেলে মাছ ধরলে মাছের মজুদ রক্ষা করা যাবে না। এ জন্য জেলেদের পেশার কাছাকাছি সহনীয় বিকল্প সৃষ্টি করতে হবে।

বিশেষ অতিথি ড. এম.এ. হাকিম জেলেদের দাদন মুক্ত করতে বিশেষ ঋণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলেন, সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত - এলাকায় পিকেএসএফ জেলেদের জন্য যে বিশেষ ঋণ প্রদান করছে তা থেকে একটি মডেল পাওয়া যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, শুধু ঋণ ও সেফটিনেট প্রোগ্রাম দিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত করা যাবেনা। এজন্য সরকারকে নানামুখী উদ্যোগ নিতে হবে।

বিশেষ অতিথি ফরিদ হাসান আহমেদ বলেন দারিদ্র্য, দুর্যোগ, দুর্নীতি, দরিয়া- এই চার 'দ'-এর সমন্বয় না হলে জেলে সম্প্রদায়কে তাদের বর্তমান অবস্থা থেকে বের করে আনা যাবেনা।

অধ্যাপক আব্দুস সালাম জেলেদের পুনর্বাসনের জন্য 'জাল যার জলা তার'- এই নীতির ভিত্তিতে জলমহল ইজারা দেয়ার প্রস্তাব রাখেন। তিনি আরো বলেন, জেলেদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ জাল কেড়ে নিয়ে পোড়ানোর চেয়ে, নিষিদ্ধ জাল যেন জেলেদের হাতে না যেতে পারে সেদিকে জোর দিতে হবে।

এসডিআই-এর কর্মসুচি পরিচালক আনোয়ারুল আজিম বলেন, যেখানে বলা হচ্ছে জাটকা নিধন নিষিদ্ধ করাতে ৫০০০ কোটি টাকার মত বাড়তি আয় হচ্ছে, সেখানে জেলেদের জন্য বছরে ২ কোটি টাকা নয়, অন্ততঃ ১৫০-২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা উচিত।

সেমিনারের সভাপতি এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক দাদনের অক্টোপাশ থেকে জেলেদের মুক্ত করতে জেলেবান্ধব ঋণ প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। পাশাপাশি জেলেদের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেন যেন নতুন প্রজন্মের ভিন্ন পেশা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এসডিআই, মজুমদার ট্রেডার্স ও সুস্থ জীবন -এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত বন্যা -২০০৭ ত্রাণ বিতরণোত্তর পর্যালোচনা সভা

গত ২৭ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে এসডিআই-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মিটিং কক্ষে ২০০৭-এর বন্যা ত্রাণ বিতরণের বিষয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'সুস্থ জীবন'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ, মজুমদার ট্রেডার্স লিঃ এর চেয়ারম্যান মিঃ চিত্ত মজুমদার এবং এসডিআই-এর কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিকাল ৪ টায় সভা শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক জনাব সামছুল হক ।

এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন। এতে দেখানো হয়, মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর ও দৌলতপুর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের দুর্গম ৫টি চর এলাকার মোট ৩০০০ দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, লবণ ও বিস্কুট। জন প্রতি ৫ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১/২ কেজি লবণ ও ১ প্যাকেট হারে সর্বমোট ১৫ টন চাল, ৩টন ডাল, দেড় টন লবণ ও ৩০০০ প্যাকেট বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মজুমদার ট্রেডার্স ১৮ টন চাল ও ডাল, সুস্থ জীবন ১.৫ টন লবণ ও ৩০০০ প্যাকেট বিস্কুট সরবরাহ করে। সমুদয় ত্রাণ সামগ্রীর মোট মূল্য ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। এ ছাড়াও ৪০০ টি পুরানো কাপড় বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে এসডিআই।

এরপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্য চিত্রে কিভাবে, কাদেরকে ত্রাণ দেয়া হয়, তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বানভাসি মানুষের দুঃসহ অবস্থার চিত্রও ফুটে উঠেছে।

এরপর পর্যালোচনামূলক বক্তব্য রাখেন মজুমদার ট্রেডার্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান চিত্ত মজুমদার, 'সুস্থ জীবন'-এর গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রমেন কুন্ড ও ধনঞ্জয় সরকার। সবশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সিডর এবং সন্দ্বীপে এসডিআই'র পূর্বপ্রস্তুতি

গত ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ শতাব্দীর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে। প্রায় ২৪০ কিলোমিটার বেগের এ ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়, মারা যায় লক্ষাধিক গবাদি পশু, ধ্বংস হয় কয়েক হাজার কোটি টাকার বনজ সম্পদ।

সৌভাগ্যক্রমে এসডিআই'র কর্ম এলাকা সন্দ্বীপ সিডরের সরাসরি আঘাত থেকে রক্ষা পায়। আঘাত হানার ১দিন পূর্বেও সিডর কোন দিকে আঘাত হানবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়নি। তাই সন্দ্বীপ এলাকাতেও ১০ নম্বর মহা বিপদ সংকেত জারী করা হয়। আর এজন্য এসডিআই তার সর্বশক্তি দিয়ে দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এসময় এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সন্দ্বীপে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এসডিআই প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে।

এসডিআই'র সহযোগিতায় ৪৪টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রীক সমাজভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। এ সময় এই কমিটিগুলোকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় নিয়োজিত করা হয়। প্রস্তুতিতে অংশ নেয় কমিউনিটি চেঞ্জ এজেন্ট (সিসিএ) গণ। এরা মেগাফোন দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে এবং আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়ার পূর্ব প্রস্তুতি নিতে সবাইকে আহবান জানায়। আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং পানি পূর্ণ করে রাখা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সঠিকভাবে সংগ্রহ করে রাখা হয়। এ সময় এসডিআই মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঝড়ের চিত্র ধারণ করে এবং এর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কর্মীদের সতর্ক রাখে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়। একই সাথে সন্দ্বীপের প্রস্তুতি কার্যক্রম সম্পর্কে অক্সফাম ও অন্যান্য পার্টনারদের নিয়মিত অবহিত করা হয়।

গণিত উৎসব

ধামরাই উপজেলার কালামপুর ভালুম এ আর খান স্কুল এন্ড কলেজ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর যৌথ আয়োজনে কলেজ মিলনায়তনে গণিত উৎসবের আয়োজন করা হয়। গণিত উৎসবে উপজেলার ২৫টি হাইস্কুল, ৩৫টি প্রাইমারি স্কুল ও কয়েকটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী গণিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। ধামরাইয়ে গণিত উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভালুম এ আর খান স্কুল এন্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সিনিয়র সদস্য ডা. আনোয়ার হোসেন। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এ আর খান কলেজের অধ্যক্ষ এম এ জলিল। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইবিএস-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল মতিন, এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক, মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও কৃষি বিষয়ক মেলা-২০০৭

প্রতি বছরের মত এবছরও এসডিআই-এর উদ্যোগে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও কৃষি বিষয়ক মেলা-২০০৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭-৮ ফেব্রুয়ারী সন্দীপ উপজেলা কমপ্লেক্স মাঠে অনুষ্ঠিত এ মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মফিদুল আলম । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমান।

এসডিআই-এর ৪টি প্রকল্প যথাক্রমে আইআরডিপি, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, অক্সফামের সহায়তাপুষ্ট সিবিডিআরএমপি ও কেয়ার/ ইউএসএআইডি-এর সহায়তাপুষ্ট সৌহার্দ্য প্রোগ্রাম বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে স্টল সাজিয়েছে। এসব স্টলে একদিকে দেখানো হয় দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম। সেই সাথে মহড়া করে দেখানো হয় দুর্যোগকালে কি কি কাজ করতে হয়। মেলায় দুর্যোগ সহনীয় ঘর ও নৌকার নমুনা দেখানো হয়েছে।

অন্যদিকে এসব কর্মসূচীর মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজাত এবং হস্তশিল্পজাত পণ্য প্রদর্শন করা হয়। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ১৭ কেজি ওজনের মিষ্টি কুমড়া এবং ১৫ কেজি ওজনের লাউ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এসডিআই ছাড়াও অন্যান্য যারা ষ্টল দিয়েছেন তাদের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, সাস-বাংলাদেশ, উপকূলীয় পল্লী বিদ্যুতায়ন সমিতি, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি উল্লেখযোগ্য।

ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার দুর্যোগকালীন মহড়া দেখছেন

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা - ২০০৭ অনুষ্ঠিত

গত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সন্দীপ উপজেলা কমপ্লেক্স মাঠে এসডিআই'র আইআরডিপি প্রকল্প পরিচালিত ১৮টি অনানুষ্ঠানিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও কিশোরী দলের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- (১) বালক, বালিকা ও কিশোরীদের ১০০ মিটার দৌড়, (২) বালক ও বালিকাদের অংক দৌড়, (৩) বালকদের দীর্ঘ লাফ ও মোরগ লড়াই, (৪) বালিকাদের রশি লাফ, সুঁই-সুতা দৌড়, (৫) বালিকা ও কিশোরীদের মিউজিক্যাল চেয়ার ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে- (১) বালক-বালিকাদের আবৃত্তি, (২) বালক, বালিকা ও কিশোরী দলের গান ও গজল, (৩) বালিকাদের নৃত্য এবং (৪) চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।

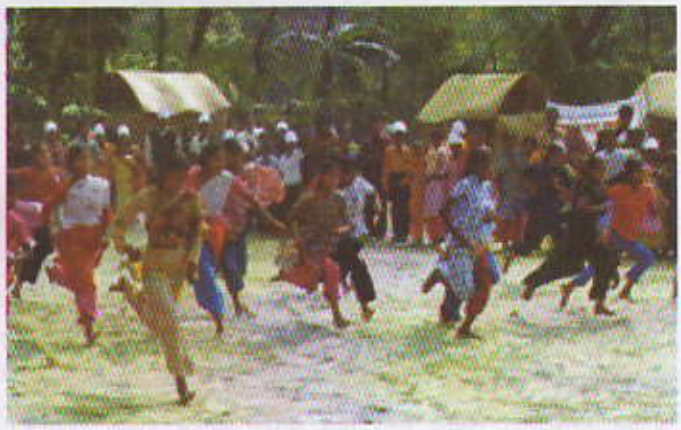

বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার মফিদুল আলম, এসডিআই'র নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহধর্মিনী সাদিয়া আলম।

এসডিআই-এর কার্যক্রমের উপর প্রামাণ্য চিত্র নির্মিত

কমিউনিটি বেজড ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (সিবিডিআরএম) প্রকল্পের অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরতে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। অক্সফাম-জিবি'র আর্থিক সহযোগিতায় এ প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মিত হয়।

এসডিআই-এর নিজস্ব অর্থায়নে সংস্থার অন্যান্য প্রকল্পের উপরও আর একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করা হয়। প্রামাণ্য চিত্রটিতে গত ১০ বছর ধরে এসডিআই-এর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং উপকারভোগীদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়। প্রামাণ্য চিত্র দু'টি নির্মাণ করেছে টেলিট্রাক নামক একটি প্রতিষ্ঠান।

SDI এসডিআই নিউজলেটার

শুভেচ্ছা বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে এসডিআই তার নিউজলেটার-এর ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি আশা করব যে এসডিআই তার নিউজলেটারে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা সুন্দরভাবে তুলে ধরবে।

এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশ তথা গোটা বিশ্ব দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হতদরিদ্র ও দুর্গম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট ঋণ সেবা পৌঁছে দেয়া। এটা এখন স্বীকৃত যে ঋণ প্রাপ্তি অন্যতম মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান টানা পোড়েনের প্রভাব আমাদের দেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর উপরও পড়ছে। এসব বাধা উত্তোরণ এবং ক্ষুদ্রঋণকে আরো গতিশীল ও সৃজনশীল করা পিকেএসএফ-এর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করা এবং এ প্রক্রিয়ায় হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করাও আরো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

আমি আশাবাদী পিকেএসএফ-এর সকল পার্টনারের সমন্বিত উদ্যোগ এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হবে এবং হ্যালিফ্যাক্স সম্মেলনের অঙ্গীকার আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবারের আয় ১ ডলারের উপরে নিতে সক্ষম হবে।

– ড. কাজী মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে শিশুদের সচেতনতা বাড়াতে একটি অভিনব উদ্যোগ

অক্সফাম-জিবি'র সহযোগিতায় বাস্তবায়িত সিবিডিআরএম প্রকল্পের আওতায় শিশুদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সচেতন করতে Game Board তৈরী করা হয়েছে। এ খেলাটি প্রধানত: তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী । খেলতে খেলতে বাংলাদেশের দুর্যোগ জয় নামের এ খেলার মাধ্যমে শিশুরা ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস ও সুনামি সম্পর্কে সচেতন হবে। শিশুরা জানবে কেন এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয় এবং এসব দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের করণীয় কী। Game Board-টি নির্মাণ করেছে দৃশ্যকর্ম ভিজুয়াল কমিউনিকেশন ।

আরএনপিপিও প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

সরকার মিরপুর সড়কের আজিমপুর থেকে গাবতলী পর্যন্ত সকল অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করেছে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক অযান্ত্রিক যান চালক এবং মালিক আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের পুনর্বাসিত করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছে।

PKSF তার ৪টি পার্টনার NGO দ্বারা পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করবে, যার মধ্যে এসডিআই একটি। প্রকল্পটির নাম Rehabilitation of Non-Motorized Transport Pullers and Poor Owners. এসডিআই শ্যামলী, আদাবর, মনসুরাবাদ এলাকায় ৩০৯৯ জন ক্ষতিগ্রস্ত Non- Motorized Vehicles Owners (NMVO) দের বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐ পেশায় নিযুক্ত করার চেষ্টা করবে। এজন্য এদেরকে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

বিশ্বব্যাংক ইতিপূর্বে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাবদ্ধ করেছিল। এ তালিকা ধরে এদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে এসডিআই সার্ভে পরিচালিত করছে।

এলাকা	রিক্সাচালক	ভ্যানচালক	ঠেলাগাড়ীচালক	অযান্ত্রিক যানবাহনমালিক	সর্বমোট সুবিধাভোগী
শ্যামলী	৪৪	০	০	২	৪৬
আদাবর	২৮৫১	১২	১	১৭১	৩০৩৫
মনসুরাবাদ হাউজিং	১৭	০	০	১	১৮
সর্বমোট	২৯১২	১২	১	১৭৪	৩০৯৯

সম্পাদনা পরিষদ ঃ সামছুল হক, এ. বি. সিদ্দিক, হাবিবুর রহমান, আনোয়ারুল আজিম। সম্পাদক ঃ আনোয়ারুল আজিম
বাড়ি - ২/৪ (৪র্থ তলা), শাহজাহান রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
ফোন ঃ ৮৮০-২-৯১২২২১০, ৮৮০-২-৯১৩৮৬৮৬ ই-মেইল ঃ sdi@bdcom.com ওয়েবসাইট ঃ www.sdi.org.bd

নকশা / দৃশ্যকর্ম ভিজুয়াল কমিউনিকেশন drishwakarma@yahoo.com

মুদ্রণ / নূর-এ-জাহান প্রিন্টিং, ৫৯/৫ ইসলামপুর, ঢাকা